বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

সহকারী পরিচালক এবং সহ. বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তার কার্যালয়

ভোলা নদী বন্দর, ভোলা।

১ম দফা

২০২০-২০২১ সনের জন্য ঘাট/পয়েন্ট/খাল-টোল স্টেশন সমূহের "ইজারা বিজ্ঞপ্তি"

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের ভোলা নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন লঞ্চঘাট, শুল্ক আদায়কেন্দ্র সমূহ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হারে শুল্ক/চার্জ আদায়ের নিমিত্ত ঘাট/পয়েন্ট সমূহ ০১ জুলাই/২০২০ ইং হইতে ৩০ জুন/২০২১ ইং পর্যন্ত ৩৬৫ (তিনশত পঁয়ষট্টি) দিনের জন্য ইজারা প্রদানের নিমিত্তে সীলমোহরকৃত টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছেঃ

"টেন্ডার দাখিলের শর্তাবলী"

১। কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফরমে প্রতিটি ঘাট/পয়েন্টের জন্য আলাদাভাবে টেন্ডার দাখিল করিতে হইবে। প্রতি সেট টেন্ডার ফরমের মূল্য (অফেরতযোগ্য) প্রাক্কলিত মূল্যের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১,০০০/- টাকা মাত্র; ১০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাঃ পর্যন্ত ১,২০০/- টাকা মাত্র; ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ১(এক) কোটি টাকা পর্যন্ত ২,৫০০/- টাকা, ১ (এক) কোটি টাকার উর্দ্ধে ৪,০০০/- এবং পরবর্তী ১ (এক) কোটি টাকা বা উহার অংশ বিশেষের জন্য ১,০০০/- টাকা মাত্র যাহা অফেরৎযোগ্য।

২। যে ঘাট/ পয়েন্ট/ খাল-টোল স্টেশনের জন্য টেন্ডার দেওয়া হইতেছে টেন্ডার ফরমে উহার নাম এবং টেন্ডার দাতার নাম, পূর্ণ ঠিকানা, ফোন/ মোবাইল নম্বরসহ প্রদত্ত অফার/ দরের পরিমান অংকে ও কথায় যথাস্থানে স্পষ্ট অক্ষরে লিখিতে হইবে।

৩। টেন্ডারে অংশগ্রহনকারী ব্যক্তিকে ন্যূনতম ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স হইতে হইবে এবং এর স্বপক্ষে জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন/ পার্সপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

৪। সরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা অথবা সংশ্লিষ্ট দরদাতার এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ওয়ার্ড কমিশনার অথবা পৌরসভার মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কফি ও পার্সপোর্ট আকারের সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি ছবি, বৈধ ট্রেড লাইসেন্স (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) এবং যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে দরদাতার অনুকূলে প্রদত্ত আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কিত সনদপত্র টেন্ডারের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। কোন কারণে জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে জন্ম নিবন্ধন সনদ বা পার্সপোর্টের কপি সত্যায়িত করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

৫। প্রদত্ত অফার/ দরের ওপর ২৫% আর্নেস্ট মানি, ৫% আয়কর ও ১৫% মূসক বাবদ অর্থ যে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে পৃথক ৩ (তিন) টি ডিডি/ পে-অর্ডারের মাধ্যমে "বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের" অনুকূলে টেন্ডারের সাথে জমা দিতে হইবে। ডিডি/ পে-অর্ডারে শুধুমাত্র "বাঅনৌপ কর্তৃপক্ষ" অথবা "বিআইডব্লিউটিএ" লিখিতে হইবে।

৬। টেন্ডার সিডিউল বা উহার সাথে সংযোজিত অঙ্গীকারনামা ও অন্যান্য সকল কাগজপত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় টেন্ডারদাতাকে স্বাক্ষর দিতে হইবে এবং স্বাক্ষীর স্বাক্ষরের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষীর স্বাক্ষর ও ঠিকানা লিখিতে হইবে।

৭। প্রতিটি ঘাট/পয়েন্টের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খামে টেন্ডার দাখিল করিতে হইবে। যে ঘাট/পয়েন্টের জন্য টেন্ডার দাখিল করা হইবে খামের উপর ঐ ঘাট/পয়েন্টের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখিতে হইবে।

৮। নির্ধারিত স্থানে, তারিখে ও সময়ের মধ্যে টেন্ডার বাক্সে টেন্ডার দাখিল করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের পর কোন টেন্ডার গৃহীত হইবে না। ডাকযোগে বা বিলম্বে কোনো টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না; বরং না খুলে (Unopend) ফেরত দেয়া হবে।

৯। টেন্ডার ফরম পূরণকালে যে কোন ঘষা-মাঝা, কাটাকাটি বা সংশোধন করিলে তাহা অবশ্যই টেন্ডারদাতার কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

১০। কোন বন্দী/ কয়েদী/ আসামী টেন্ডারে অংশগ্রহন করিতে চাহিলে জেল কোড অনুসরণ করিয়া তাহাকে অংশগ্রহন করিতে হইবে।

১১। টেন্ডারকৃত ঘাট/ পয়েন্টের বিপরীতে এশাধিক সম-পরিমান অফার/ দর পাওয়া গেলে লটারীর মাধ্যমে একটি দর/ দরদাতা নির্ধারণ করা হইবে।

১২। অসম্পূর্ন টেন্ডার বৈধ বিবেচিত হইবে না এবং কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন বা সকল টেন্ডার বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষন করিবে।

১৩। কর্তৃপক্ষের তরফ হতে সম্মতিপত্র/নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রাপ্তির ৭(সাত) দিনের মধ্যে ইজারাদার কর্তৃক প্রকৃত ইজারা মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ এককালীন সংশ্লিষ্ট বন্দর দপ্তরে পরিশোধ করতে হবে। উক্ত অর্থ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বন্দর দপ্তর হতে বরাদ্দপত্র জারী ও চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারাদার প্রকৃত ইজারামূল্যের ১০০% অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ইজারাদার কর্তৃক ইতিপূর্বে জমাকৃত আর্নেষ্টমানি বাজেয়াপ্ত হবে। এইক্ষেত্রে কোনো নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

১৪। যেকোন বিস্তারিত তথ্যের জন্য সহকারী পরিচালক এবং বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তা, ভোলা এর দপ্তরে অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করা যাইবে।

চলমান পাতা-০২

ছকঃ ভোলা নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রনাধীন ঘাট/পয়েন্ট সমূহের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত মূল্যঃ

ক্রঃ নং	ঘাট/পয়েন্টের নাম ও সীমানা	ঘাট/পয়েন্টের প্রাক্কলিত মূল্য (টাকায়)	টেন্ডার দাখিলের তারিখ, সময় ও স্থান এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়
১	**ভেলুমিয়া বিশ্বরোডের মাথা(চতলা) লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ টাকা)	**২২/০৬/২০২০** তারিখ ১০০০ ঘটিকা হইতে ১৪০০ ঘটিকা পর্যন্ত ঢাকা দপ্তরঃ বন্দর ও পরিবহন বিভাগ, বাঅনৌপক, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। ভোলা দপ্তরঃ সহকারী পরিচালকের কার্যালয়, ভোলা নদী বন্দর, খেয়া ঘাট, ভোলা, বাংলাদেশ সচিবালয়ঃ ভবন নং-৬ এর ৮ম তলায় নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয় এর কক্ষ নং- ৮০১(ক) এবং জেলা প্রশাসক, ভোলা-এর কার্যালয়ে টেন্ডার দাখিল/ ফেলা যাইবে। ১৪০০ ঘটিকার পর কোন টেন্ডার গৃহীত হইবে না এবং ঐ দিনই ১৪১৫ ঘটিকায় টেন্ডারদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে) টেন্ডার বাক্স খোলা হইবে।
২	**ভোলা লঞ্চঘাট লেবার হ্যান্ডলিং** সীমানা ঃ নদীর উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ টাকা)	-ঐ-
৩	**ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	১১,০০,০০০/- (এগার লক্ষ টাকা)	-ঐ-
৪	**মির্জাকালু (হাকিমুদ্দিন) লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা)	-ঐ-
৫	**নাজিরপুর(লালমোহন) লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ টাকা)	-ঐ-
৬	**চরকলমী লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)	-ঐ-
৭	**তজুমুদ্দিন সী-ট্রাক ঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	১৮,০০,০০০/- (আঠারো লক্ষ টাকা)	-ঐ-
৮	**তজুমুদ্দিন লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ টাকা)	-ঐ-
৯	**গজারিয়া খালপাড় লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ টাকা)	-ঐ-
১০	**বেতুয়া লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ টাকা)	-ঐ-
১১	**ধলীগৌরনগর লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ টাকা)	-ঐ-
১২	**বকশীরচর লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার টাকা)	-ঐ-
১৩	**গাইমারা লঞ্চটঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	৫০,০০০/- (পঁঞ্চাশ হাজার টাকা)	-ঐ-
১৪	**কচুয়াখালী লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	৬০,০০০/- (ষাট হাজার টাকা)	-ঐ-
১৫	**ইলিশা ফেরী টার্মিনাল চার্জ আদায়কেন্দ্র**	২২,০০,০০০/- (বাইশ লক্ষ টাকা)	-ঐ-
১৬	**লেতরা লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের উভয় দিকে ৫০০ গজ পর্যন্ত	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)	-ঐ-
১৭	**ইলিশা গাজীপুর (কালুপুর) বিশ্বরোডের মাথা লঞ্চঘাট** সীমানা ঃ পন্টুনের ডাউনের দিকে ১০০০ গজ পর্যন্ত	১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ টাকা)	-ঐ-

চলমান পাতা-০৩

স্বাঃ
(মো. কামরুজ্জামান)
সহকারী-পরিচালক এবং
সহকারী বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তা
বাঅনৌপক, ভোলা নদী বন্দর, ভোলা।

স্মারক নং-১৮.১১.০৯১৮.০৮৩.৪৪.০৪৪.১৯/৮৩২ তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ইং।

বিতরনঃ

১। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ),বাঅনৌপক, বরিশাল।
২। নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত), বাঅনৌপক, বরিশাল ।
৩। উপ-পরিচালক (হিসাব), আঞ্চলিক বিভাগ, বাঅনৌপক, বরিশাল।

নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে টেন্ডার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া টেন্ডার কার্য পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অনুলিপিঃ

১। পরিচালক, বন্দর ও পরিবহন বিভাগ,বাঅনৌপক,ঢাকা। (এতে তাঁর স্মারক নং-১৮.১১.০০০০.০৬৩.২০.০০২.২০ (ই. সা.)/ ১৬১৪ , তাং-১৬/০৬/২০২০ এর বরাত রয়েছে)।

২। জেলা প্রশাসক, ভোলা। — কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উল্লেখিত দিনে আপনার দপ্তরে একটি টেন্ডার বাক্স স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩। পুলিশ সুপার, ভোলা ।
৪। জেলা তথ্য অফিসার, ভোলা ।
৫। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ভোলা সদর/ লালমোহন/ মনপুরা/ চরফ্যাশন/ দৌলতখান/ বোরহান উদ্দিন/ তজুমুদ্দিন ।
৬। উপ-জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ভোলা সদর/ লালমোহন/ মনপুরা/ চরফ্যাশন/ দৌলতখান/ বোরহান উদ্দিন/ তজুমুদ্দিন ।
৭। মেয়র, ভোলা সদর/ লালমোহন/ চরফ্যাশন/ দৌলতখান/ বোরহান উদ্দিন/ পৌরসভা।
৮। সভাপতি, প্রেস ক্লাব, ভোলা।
৯। সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, ভোলা।
১০। অফিসার ইনচার্জ, ভোলা সদর/ লালমোহন/ মনপুরা/ চরফ্যাশন/ দৌলতখান/ বোরহান উদ্দিন/ তজুমদ্দিন ।

অবগতি এবং বহুল প্রচারের নিমিত্তে নোটিশ বোর্ডে টানানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১১। অফিসার ইনচার্জ, ভোলা সদর থানা, ভোলা। ⟶ টেন্ডার অনুষ্ঠানের দিনে নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স মোতায়েন রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হইল।

১২। জনাব মোঃ ইসমাইল, শুল্ক প্রহরী ⟶ সকল লঞ্চঘাটে মাইকিং/ঢোল-শহরত সহকারে প্রচার কার্য সম্পাদন করিবে।

১৩। নোটিশ বোর্ড।
১৪। নথি।

১৭/০৬/২০২০

(মো. কামরুজ্জামান)
সহকারী-পরিচালক এবং
সহকারী বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তা
বাঅনৌপক, ভোলা নদী বন্দর, ভোলা